দৈনিক সংবাদ

তারিখ 08 FEB 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

বোর্ডের নতুন বই বাজারে আসেনি

গত বছরের ছাপানো বই বিক্রি হচ্ছে চড়া দামে

।। মানিক সাহা ।।

খুলনা, ৭ই ফেব্রুয়ারি।- পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি চলতি মাসেও বোর্ডের সকল বই ছাত্রদের হাতে তুলে দিতে পারেনি। অথচ ৬ষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর সকল বই ডিসেম্বর মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ছাপাশেষে বাজারে আসার কথা।

নতুন বই বাজারে না থাকায় এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী গত বছরের ছাপানো বই নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশী দামে ছাত্রদের কাছে বিক্রি করে অতিরিক্ত মুনাফা করছে। অনেক বই বিক্রেতা আবার নিষিদ্ধ ঘোষিত নোটবই ছাত্রদের হাতে গছিয়ে দিচ্ছে।

অভিযোগ রয়েছে এক শ্রেণীর বড় বড় বই ব্যবসায়ী 'অফ সিজনে' বই কিনে গুদামজাত করে রাখে। শিক্ষাবর্ষের শুরুতে তারা বেশী দামে পুরনো বই বিক্রি করতে থাকে।

বাজারের বইয়ের দোকানে খোঁজখবর নিয়ে দেখা গেছে মাত্র ৪/৫ দিন আগে ৬ষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর ৭টি বই এসেছে। তাও তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ। যেমন- কৃষিবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, ধর্ম ইত্যাদি। অষ্টম ও নবম শ্রেণীর কোন বই এখনও পাওয়া যাচ্ছে না। অন্যদিকে গত বছরের বই যে মুষ্টিমেয় বড় ব্যবসায়ী গুদামজাত করে রেখেছে তারা ঢাকা এবং মফস্বল জেলার বই ব্যবসায়ীদের কাছে বিনা কমিশনে বিক্রি করে মোটা টাকা মুনাফা করছে। যদিও বই বিক্রির সময় এসকল ব্যবসায়ীকে ২২½ কমিশন দেয়ার নিয়ম রয়েছে। বিনা কমিশনে বই কিনে এনে ব্যবসায়ীরা নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশী দামে অভিভাবক ও ছাত্রদের কাছে বিক্রি করছে। যেমনঃ নবম শ্রেণীর ইংরেজী বইয়ের নির্ধারিত মূল্য হচ্ছে ২৬.৩০ টাকা। কিন্তু বর্তমানে খুলনাসহ বিভিন্ন স্থানে এই বই ৩০ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে। একইভাবে নবম শ্রেণীর অংক বই নির্ধারিত মূল্য ২৯'৪৫ টাকার পরিবর্তে ৩৬ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

এ ব্যাপারে নিউজপ্রিন্ট মিলে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রকাশক সমিতির ১৮'শ' মেট্রিক টন বুক প্রিন্ট কাগজ নেয়ার কথা। কিন্তু তারা যথাসময়ে এলসি দেয়নি এবং এখনও সমস্ত কাগজ নেয়া হয়নি। মাত্র কয়েকদিন আগে কাগজ নেয়া হয়েছে। হয়তো সব কাগজ এখনো ঢাকায় পৌঁছায়নি।

খুলনার একজন বিশিষ্ট বই ব্যবসায়ী বোর্ডের এই কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির জন্য পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির কেন্দ্রীয় নেতাদের দায়ী করেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন হাতেগোনা কয়েকজন ব্যবসায়ীর মুনাফার জন্য প্রতিবছর এভাবে দেরী করে বই বাজারে ছাড়া হয়।

পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির মহাসচিব আবু তাহেরের সংগে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, কোন অসৎ উদ্দেশ্যে নয় কতগুলো সমস্যার কারণে বই ছাপাতে দেরী হয়েছে। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে ৭টি বই ছাড়া হয়েছে। বাকীগুলো চলতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে ছাড়া হবে। তবে তিনি স্বীকার করেন যে, অনেকে বই স্টক করেছে এবং বেশী দামে বিক্রি করছে। মহাসচিব এল সি বিলম্বে পাঠানোর জন্য ব্যাংককে দায়ী করেন। তিনি বলেন, শিক্ষক ধর্মঘটের কারণে ছাত্রদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না।